১৬-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতটা স্নেহের সাথে যজ্ঞের সেবা করবে , তত বেশী কামাই (উপার্জন) হবে, সেবা করতে-করতেই তোমরা বন্ধন মুক্ত হয়ে যাবে আর কামাইও জমা হবে"

প্রশ্ন -- সবসময় খুশী থাকার জন্য তোমাদের নিজেদের কোন্ যুক্তি গ্রহন করতে হবে?

উত্তর - সার্ভিসে নিজেদের ব্যস্ত রাখলে সবসময়ই খুশীতে থাকবে আর কামাইও হতে থাকবে । সার্ভিসের সময়ে আরামের খেয়ালও যেন মনে না আসে । যত সার্ভিস পাবে তত তোমাদের খুশী হওয়া উচিত । সৎ (honest) হয়ে স্নেহের সাথে সার্ভিস করো । সার্ভিসের সাথে সাথে মিষ্টি মধুরও হতে হবে । বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কোনও অবগুণ থাকা উচিত নয় ।

গীত -: এই সময় যাচ্ছে যে চলে.....

ওম্ শান্তি । এটা কে বলল ? বাবা বাচ্চাদের ওম্ শান্তি বললেন । এটা হলো বেহদের কথা । মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় তখন বোঝে যে অনেক সময় পার হয়ে গেল, সময় আর অল্পই বাকি আছে। এবার কিছু ভালো কাজও তো কিছু করতে হবে। এই কারণে বাণপ্রস্থ অবস্থায় সত্সঙ্গে যাওয়া শুরু করে । তারা বোঝে যে গৃহস্থে তো অনেক কিছুই করা হলো, এবার কিছু ভালো কাজ করা যাক । বাণপ্রস্থ অর্থাৎ বিকার ত্যাগ করা । ঘর বাড়ি থেকে সম্বন্ধ ত্যাগ করা , এইজন্য সত্ সঙ্গে যাওয়া শুরু করে । সত্যযুগে কিন্তু এইসব হয় না । সময় সত্যিই খুব অল্প আছে । জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা এখনও মাথার উপর আছে । এখনই বাবার কাছ থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করো । লৌকিক দুনিয়ার মানুষ তো সাধু সঙ্গত করে কিন্তু যোগ করার কোনো লক্ষ্য থাকে না । তবে পাপকর্ম কম হয় । সবচেয়ে বড় পাপ তো হল বিকারের । কর্ম বা জীবিকা ছেড়ে দেয়। আজকাল তো তমোপ্রধান অবস্থা তাই বিকারকে ত্যাগ করতে পারে না । সত্তর আশি বছর বয়সেও সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে । বাবা বলেন এবার এই রাবণ রাজত্ব শেষ হওয়ার মুখে । সময় খুবই অল্প, এইজন্য বাবার সাথে যোগ লাগাতে থাকো আর স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো । ঘরে ফিরে যেতে আর মাত্র কিছুদিন আছে । মাথার উপর পাপের বোঝা অনেক আছে । এইজন্য যতটা পারো সময় বার করে আমায় (শিববাবাকে) স্মরণ করো । কাজকর্ম, পেশা ইত্যাদি তো করতেই হবে,। কারণ তোমরা হলে কর্মযোগী । আট ঘন্টা তো এতে লাগাতেই হবে । শেষে সেটাও হবে । এমন ভেবো না যে এইসব কেবল বৃদ্ধদেরই করা উচিত । সকলেরই মৃত্যু এবার খুবই নিকটে । এই শিক্ষা সবার জন্য । ছোটো বাচ্চাদেরও বোঝাতে হবে যে আমরা হলাম আত্মা, আর আমরা পরমধাম থেকে এসেছি । এ একদমই সহজ । সংসার ধর্মও নির্বাহ করতে হবে আর তাদের লালন পালনও করতে হবে । তারপর সার্ভিসেবল তৈরী হলে তো নিজের থেকেই বন্ধন মুক্ত হয়ে যাবে । তখন বাড়ির লোকেরাই নিজে থেকে বলবে যে সার্ভিস করো , আমরা বাচ্চাদের সামলাবো অথবা কাজের লোক রাখবো । কারণ তখন তো তাদেরও লাভ হবে । যেমন ধরো ঘরে পাঁচ ছ'টি বাচ্চা আছে , স্ত্রী চাইছে আমরা ঈশ্বরীয় সেবা করি এবং সে নিজেও ভালো সেবাধারী। তখন বাচ্চাদের জন্য আয়া রাখতে চেষ্টা করবে , কারণ এইসবে তো নিজেদেরও কল্যাণ আর অন্যদেরও কল্যাণ হবে । দু'জনেই সার্ভিসে লাগতে পারে । সার্ভিসের সুযোগ তো অনেক আছে । সকাল বিকাল সার্ভিস হতে পারে । দিনে মাতাদের ক্লাস হওয়া উচিত । বি.কে.দের সেবার সময়ে ঘুমানো উচিত নয় । অনেক বাচ্চারা

তো যুক্তি দিয়ে সময় নির্ধারিত করে । তারা বলে দিনে যেন কেউ না আসে । ব্যবসায়ীরা অথবা চাকুরিজীবীরা দিনে ঘুমোয় না । এখানে তো যত বাবার যজ্ঞ সেবায় ব্যস্ত থাকবে তত কামাই আর কামাই হবে । অনেক লাভ এতে। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত । প্রদর্শনীতেও অনেক ব্যস্ত থাকা যায় । বলে বাবা, বলতে বলতে গলা শুকিয়ে যায় কারণ হঠাৎই সার্ভিস এসে পড়ে । সবসময় সার্ভিস করলে তো গলা খারাপ হয় না! আর অভ্যাস থাকলে ক্লান্তিও আসে না! তারপর আবার সবাই তো একরকম হয় না । অনেকে তো খুবই সৎ (honest) হয় , সার্ভিস যত পায় তত বেশি খুশি হয়। কারণ অনেক কিছু প্রাপ্তি করে তাই ভালো ভাবে সার্ভিসে লেগে থাকে । তোমাদের অনেক মিষ্টি মধুর হতে হবে , অবগুণ পুরোপুরি বের হয়ে যাওয়া দরকার । শ্রীকৃষ্ণের মহিমা গাওয়া হয় সর্বগুণসম্পন্ন ..... এখানে সবার মধ্যে আসুরী গুণ ছড়িয়ে আছে । কোনোও অবগুণ থাকবে না, এমন মিষ্টি মধুর হতে হবে । সেটা তখনই হবে যখন সার্ভিস করবে । যেখানে সেখানে গিয়ে সার্ভিস করতে হবে । রাবণের শৃঙ্খল থেকে সবাইকেই মুক্ত করতে হবে । প্রথমে তো নিজের জীবন তৈরী করতে হবে । যদি আমরা বসে পড়ি তাহলে ক্ষতি আমাদের হবে । প্রথমতঃ তো এটা হলো রুহানী সার্ভিস । কাদের নিরোগী, ধনবান, আয়ুষ্মান তৈরী করা হবে , সারাদিন এই চিন্তাই চলা দরকার । সেই বাচ্চারাই বাবার হৃদয়ে থাকে আর তখতনশীনও হয় । প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ওঁনাকে কি তোমরা জানো ? পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক ? পরিচয় দিতে হবে -- তাহলে তো বাবার সাথে ভালোবাসা তৈরী হবে । বাবা বলেন আমি কল্পের সঙ্গমযুগে এসে নরককে স্বর্গে পরিণত করি । কৃষ্ণ তো এইসব বলতে পারে না । সে (কৃষ্ণ) তো হল স্বর্গের রাজকুমার । রূপ শুধু বদলে যায় । কল্পবৃক্ষের ওপরে বোঝাতে হবে --ওপরে পতিত দুনিয়ায় ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছেন । তিনি হলেন পতিত, আবার নীচেও তপস্যায় বসেছেন আর সাথে ব্রহ্মা বংশাবলীও আছে । পরমপিতা পরমাত্মাই এসে পতিত থেকে পবিত্র বানান । পতিতই আবার পাবন পবিত্র হয় । কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দরও বলা হয় কিন্তু কেউ অর্থ বোঝে না । তোমরা বোঝাতে পারো যে ইনি ছিলেন পতিত, আসল নাম ব্রহ্মা নয়। যেমন তোমাদের সবার নাম বদলে গেছে, সেরকম বাবা এনাকেও (ব্রহ্মাবাবাকে) অ্যাডপ্ট করেছেন । নইলে শিববাবা ব্রহ্মাকে কোথা থেকে নিয়ে আসবেন! স্ত্রী তো হয় না! অবশ্যই অ্যাডপ্ট করতে হবে, তাইনা! বাবা বলেন আমাকে এঁনার মধ্যেই প্রবেশ করতে হয় , প্রজাপিতা তো ওপরে নয়, এখানেই দরকার থাকে । *প্রথমে তো এই নিশ্চয়টিই থাকা দরকার* । আমি (শিববাবা) সাধারণ তনে (শরীরে) প্রবেশ করি । গোশালা নাম হওয়ার কারণে গরু আর ষাঢ়কে দেখানো হয়েছে । এবার গরুকে জ্ঞান দিয়েছিল না গরু চড়ানো হয়েছিল, সেসব তো লেখা নেই । চিত্রে শ্রীকৃষ্ণকে গোয়ালা বানিয়ে দিয়েছে । এমন এমন কথা অন্য কোনো ধর্মে থাকে না, যত এই ধর্মে থাকে । সবকিছুই ভক্তি মার্গে ফিক্সড আছে । তোমরা বাচ্চারা জানো এবার পুরানো দুনিয়ার বিনাশ আর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে । বাবা বোঝাচ্ছেন যে এই সৃষ্টি চক্রকে জানলেই তোমরা বাচ্চারা ভবিষ্যতে রাজকুমার রাজকন্যা হবে । অমরলোকে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । তোমরা সবকিছুই নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা করছো । তোমরা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে রয়্যাল ধনবানের ঘরে জন্ম গ্রহন করবে । প্রথমে বাচ্চা থাকবে, তারপর বড় হলে তখন তোমরা ফার্স্ট ক্লাস মহল তৈরী করবে । ততত্বম ....(এ সবই তোমাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) । শিববাবা বলেন -- যেমন এই মাম্মা বাবা ভালোভাবে পড়াশোনা করছেন সেরকম তোমরাও পড়াশোনা করো, তাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে । রাত্রে জাগো আর বিচার সাগর মন্থন করো, তাহলে খুশী ভরপুর থাকবে । সেই সময়ই খুশীর পারা উচ্চ থাকে । দিনে তো কাজকর্মের বন্ধন থাকে ।

রাত্রে তো কোনও বন্ধন থাকে না । রাত্রে বাবার স্মরণে ঘুমোবে তো ভোরে বাবা এসে খাট (পালঙ্ক) নাড়াবেন(বাবা জাগিয়ে দেবেন) । অনেকেই এরকম অনুভবের কথা লেখে । "হিম্মতে বাচ্চা মদদে বাপ" তো আছেনই অর্থাৎ একটি কদম বাচ্চার তো হাজার হাজার কদম বাবার হয় । নিজেদের ওপর অ্যাটেনশন রাখো । সন্ন্যাসীদের ধর্ম আলাদা হয় কিন্তু কোনও ধর্মের বংশলতিকা যত বড়ই হোক না কেন, সবার মধ্যে একটিই বড় বৃক্ষ তৈরী হবে । যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়েছে তারা সবাই নিজের নিজের ধর্মে ফেরত আসবে । সন্ন্যাস ধর্মে এক অথবা দুই কোটি অ্যাক্টর্স আছে , ততই আবার হবে । ড্রামা তো হুবহু তৈরী হয়ে আছে, তাই না! কেউ এই ধর্মে কেউ অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে আছে -- তারা সবাই নিজের নিজের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে । এই জ্ঞান বুদ্ধিতে বসা প্রয়োজন ।

এখন আমরা বলি, আমরা হলাম আত্মা, শিববাবার সন্তান । সমগ্র বিশ্বই আমাদের । আমরা রচয়িতা শিববাবার সন্তান । আমরা হলাম বিশ্বের মালিক । এইসব বুদ্ধিতে আসলে খুশীতে ভরে থাকবে । অন্যদেরও খুশী দিতে হবে, পথ তো দেখাতে হবে, তাইনা! দয়ালু হতে হবে । যেখানে গ্রামে) থাকো, সেখানেও সার্ভিস করতে হবে । সবাইকে আমন্ত্রিত করতে হবে আর বাবার পরিচয় দিতে হবে । যদি বেশি বোঝাতে চাও তাহলে বলো এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে, এইসবও তোমাদের বোঝাচ্ছি । সার্ভিস তো অনেক আছে কিন্তু কখনও কখনও ভালো ভালো বাচ্চাদের ওপরেও গ্রহের দশা এসে পড়ে, তখন বোঝাবার শখ থাকে না । নইলে বাবাকে লেখা উচিত -- বাবা সার্ভিস করেছি, তার এই রেজাল্টও বেরিয়েছে, এরকম এরকম বুঝিয়েছি, তখন বাবাও খুশী হন । তখনই তো বাবা বুঝবেন যে এদের অনেক সার্ভিসের শখ আছে । কখনও মন্দিরে, কখনও শ্মশানে, কখনও চার্চে চলে যাওয়া উচিত । জিজ্ঞেস করতে হবে যে গড ফাদারের সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? যখন তিনি তোমাদের ফাদার, তাহলে মুখেও সেটা বলা উচিত যে আমরা হলাম ওঁনার সন্তান । হেভেনলী গড ফাদার বলা যখন হয় তখন তো অবশ্যই তিনি হেভেন (স্বর্গ) রচনা করেন, কত সহজ ! পরে অনেক বেশী সংকটের সম্মুখীন হতে হবে । মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য ভাব আসবে । শ্মশানে মানুষদের মধ্যে বৈরাগ্য ভাব আসে । ব্যস দুনিয়ার অবস্থা এবার এইরকম হবে । তার চেয়ে কি ভালো নয় যে আমরা ভগবানকে পাওয়ার রাস্তা ধরি! তখন তারা গুরু ইত্যাদিকে জিজ্ঞেস করে যে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার রাস্তা দেখাও ।

তোমাদের নিজেদের সন্তানদের পালনাও করতে হবে আর সার্ভিসও করতে হবে । মাম্মা বাবাকে দেখো , তাদের কত বাচ্চা । সেটা হল লৌকিকের গৃহস্থ ব্যবহার, এই বাবা তো হলেন বেহদের মালিক । তিনি বেহদের ভাই-বোনদেরই বুঝিয়ে থাকেন । সবারই হল এটা অন্তিম জন্ম । বাবা সবাইকে হীরে তুল্য বানাতে এসেছেন । তাহলে তোমরা কড়ির পেছনে পড়ে কেন আছো? সকাল বিকাল হীরের মত হওয়ার জন্য সার্ভিস করো । দিনে কড়ির পিছনে ছোটো । যারা সার্ভিসে অভ্যস্ত হবে , তাদের ঘনঘন বাবাই স্মরণে আসবে আর সেটাই প্র্যাকটিস হতে থাকবে । যাদের কাছে কাজ করবে তাদের সামনেও লক্ষ্য দিতে থাকবে। তার মধ্যেও কোটিতে কেউ বেরোবে । আজ নয় তো কাল মনে পড়বে যে অমুক বন্ধু আমাকে এইসব কথা বলেছিল । যদি পদ প্রাপ্ত করার থাকে তাহলে তো হিম্মত দরকার । ভারতের সহজ যোগ আর জ্ঞান খুবই প্রসিদ্ধ । কিন্তু কি ছিল, কিরকম ছিল, সেসব তো জানা নেই । সব উৎসবই হল সঙ্গমযুগের । সত্যযুগে তো থাকে রাজত্ব । পুরো হিস্ট্রিই হলো সঙ্গমযুগের । সত্যযুগী দেবতারা রাজত্ব কোথা থেকে প্রাপ্ত

করে, এইসবও এখন এখনই জানা হয়েছে । তোমরা জানো আমরাই রাজত্ব গ্রহণ করি আবার আমরাই রাজত্ব হারিয়ে ফেলি, সে সবই সার্ভিসের উপরে করবে । এবার তো প্রদর্শনীতেও সার্ভিস বাড়তে থাকবে । প্রোজেক্টরও গ্রামে গ্রামে যাওয়া শুরু হবে । সার্ভিস এবার বিস্তারিত রূপ ধারণ করবে । বাচ্চাদেরও বৃদ্ধি হতে থাকবে । তারপর আর এই ভক্তি মার্গের কোনো মূল্য থাকবে না । এটাই ড্রামাতে ছিল । এমন নয় যে কেন হল ! এমন যদি না করা হত তবে তো এমন হত ! এইসবও বলা যাবে না । অতীতে যা কিছু হয়েছে, সেটাও ঠিক, তবে পরের জন্য সাবধান! মায়া যেন কোনো বিকর্ম না করায় । মানসিক ঝড় তো অবশ্যই আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনো বিকর্ম যেন না হয় । আজেবাজে সঙ্কল্প অনেক আসবে , তারপরও পুরুষার্থের জন্য শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো । হার্টফেল কোরো না । অনেক বাচ্চারা তো লেখে যে বাবা পনেরো কুড়ি বছর ধরে অসুস্থতার কারণে পবিত্র আছি তারপরও মন অনেক খারাপ থাকে । বাবা লেখেন তুফান বা ঝড় অনেক আসবে, মায়া অনেক হয়রান করবে কিন্তু বিকারে যাওয়া চলবে না । সবই তোমাদের বিকর্মের হিসাব-কিতাব । যোগবল দ্বারাই তা সমাপ্ত হবে । ভয় পেয়ো না । মায়া হল অনেক বলশালী । কাউকেই ছাড়ে না । সার্ভিস তো প্রচুর রয়েছে, যে যত চাও করতে পারো । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি নম্বর ভিত্তিক পুরুষার্থ অনুসারে মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার -:

১) দিনে শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম আর সকাল বিকাল জীবনকে হীরের মত তৈরী করতে রূহানী সেবা অবশ্যই করতে হবে । সবাইকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে ।

২) মায়া যেন কোনো বিকর্ম করাতে না পারে , তার জন্য সাবধান বা নিজেদের প্রতি অ্যাটেনশান রাখতে হবে । কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কখনও কোনও বিকর্ম করা চলবে না । আসুরী অবগুণগুলিকে যোগ দ্বারা নির্মূল করতে হবে ।

বরদান -: "নাথিং নিউ" এর পাঠ দ্বারা বিঘ্নকে খেলা মনে করে অতিক্রমকারী অনুভবের প্রতিমূর্তি হও !

বিঘ্নকে দেখে ঘাবড়িও না । তোমকা মূর্তি তৈরি হচ্ছ তাই কিছু হাতুড়ির (hammer) ঘা তো লাগবেই । হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে তো ঠিক করা হয় । তাহলে যে যত অগ্রসর হবে তাকে তত বেশী তুফান বা ঝড়কে অতিক্রম করতে হবে । কিন্তু তোমাদের জন্য এগুলো হল উপহার স্বরূপ -- অনুভবী হওয়ার জন্য । সেই কারণে এটা ভেব না যে সব বিঘ্নের অনুভব আমার কাছেই আসবে! সেটা না ভেবে বরং ওয়েলকাম করো -- এসো । নাথিং নিউ - এর পাঠ মজবুত হলে এই বিঘ্নকে খেলা মনে হবে ।

স্লোগান -: সত্যতার বিশেষত্ব থাকলে আত্মা রূপী হীরের উজ্জ্বলতা চারিদিকে স্বতঃই ছড়িয়ে পড়বে।